১ লাখ ৫৩ হাজার কোটি টাকার নির্বাচনী এডিপি অনুমোদন

যুগান্তর রিপোর্ট

জাতীয় নির্বাচন সামনে রেখে বড় আকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) অনুমোদন দিয়েছে সরকার। আগামী অর্থবছরে (২০১৭-১৮) মূল এডিপির আকার হচ্ছে ১ লাখ ৫৩ হাজার ৩৩১ কোটি ২৫ লাখ টাকা। এর মধ্যে স্থানীয় মুদ্রা ৯৬ হাজার ৩৩১ কোটি ২৫ লাখ টাকা এবং বৈদেশিক সহায়তা থেকে ৫৭ হাজার কোটি টাকা। এর সঙ্গে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের বরাদ্দ রয়েছে ১০ হাজার ৭৫৩ কোটি ৫৮ লাখ টাকা। সে হিসাবে মোট এডিপি দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ৬৪ হাজার ৮৪ কোটি ৮৩ লাখ টাকা। রোববার জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের (এনইসি) বৈঠকে এ অনুমোদন দেয়া হয়। রাজধানীর শেরেবাংলা নগরের এনইসি সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রী ও এনইসি চেয়ারপারসন শেখ হাসিনা। অন্যদিকে চলতি অর্থবছরে মূল এডিপির আকার ছিল ১ লাখ ১০ হাজার ৭০০ কোটি টাকা। সে তুলনায় আগামী অর্থবছরে ৪২ হাজার ৬৩১ কোটি ২৫ লাখ টাকা বেশি, অর্থাৎ ৩৮ দশমিক ৫১ শতাংশ বেড়েছে আগামী বছরের এডিপি।

এডিপি অনুমোদন দিতে গিয়ে একনেকে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, সবার প্রচেষ্টায় চলতি অর্থবছরে ৭ দশমিক ২৪ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হয়েছে। তাছাড়া বেড়েছে মাথাপিছু আয়ও। সরকারের ধারাবাহিকতা রয়েছে বলেই এ উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে। আগামীতে যদি সরকারের এই ধারাবাহিকতা থাকে তাহলে উন্নয়ন অব্যাহত থাকবে। সভা সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের ব্রিফিং করেন পরিকল্পনামন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল। এ সময় পরিকল্পনা সচিব জিয়াউল ইসলাম, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের সদস্য ড. শামসুল আলম, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের (আইএমইডি) সচিব মফিজুল ইসলাম, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সচিব কেএম মোজাম্মেল হক ও পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য এ. এন. সামসুদ্দিন আজাদ চৌধুরী, জুয়েনা আজিজসহ অন্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। পরিকল্পনামন্ত্রী বলেন, মন্দা কাটিয়ে আগামী দশ বছর বিশ্ব অর্থনীতি ভালো যাবে। এটি আমাদের জন্য সুখবর। এর সুফল পাওয়া যাবে। আগামী অর্থবছর চলমান প্রকল্পগুলোতে পর্যাপ্ত বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। যাতে প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়ন বৃদ্ধি পায়। তিনি আরও বলেন, এডিপি বাস্তবায়নের সক্ষমতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। চলতি অর্থবছর ১০ মাসে বিভিন্ন প্রকল্পে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়েছে তা গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় অনেক বেশি। আগামী অর্থবছরও

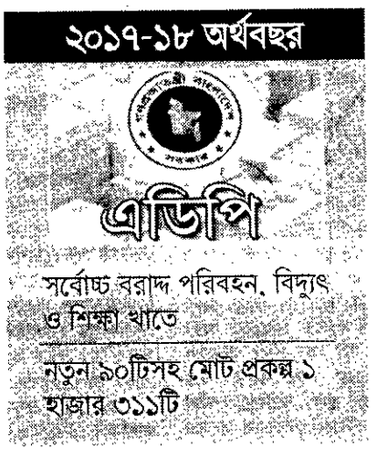

প্রচুর অর্থ ব্যয় করা সম্ভব হবে। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আমাদের বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। এডিপির আকার দেখে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আমাদের চাহিদা বাড়ছে এবং রাজস্ব বাড়ছে। সুতরাং এডিপি বাস্তবায়ন করতে পারব না— এটা বিশ্বাস করা ঠিক হবে না। মন্ত্রী বলেন, এক সময় বাংলাদেশ বিনিয়োগকারীদের জন্য স্বর্গরাজ্য হবে। কেননা তখন অবকাঠামো, বিদ্যুৎসহ কোনো সমস্যাই থাকবে না। সেদিন বেশি দূরে নয়। ব্রিফিংয়ে জানানো হয়, আগামী অর্থবছরে খাতভিত্তিক সর্বোচ্চ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে পরিবহন খাতে ৪১ হাজার ৫৩ কোটি ৫০ লাখ টাকা, যা মোট এডিপির ২৬ দশমিক ৭৭ শতাংশ। বিদ্যুৎ খাতে ১৮ হাজার ৮৫৮ কোটি ৮৩ লাখ টাকা বা ১২ দশমিক ৩০ শতাংশ। শিক্ষা ও ধর্ম খাতে ১৬ হাজার ৬৭৩ কোটি ৩১ লাখ টাকা বা ১০ দশমিক ৮৭ শতাংশ। ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ন খাতে ১৪ হাজার ৯৪৯ কোটি ৭২ লাখ টাকা বা ৯ দশমিক ৭৫ শতাংশ। বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে ১৪ হাজার ৪৫০ কোটি ৩২ লাখ টাকা বা ৯ দশমিক ৪২ শতাংশ। পল্লী উন্নয়ন ও পল্লী প্রতিষ্ঠান খাতে ১৩ হাজার ১৫৪ কোটি ৮৪ লাখ টাকা বা ৮ দশমিক ৫৮ শতাংশ। স্বাস্থ্য, পুষ্টি, জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ খাতে ১০ হাজার ২০১ কোটি ৩৭ লাখ টাকা বা ৬ দশমিক ৬৫ শতাংশ এবং কৃষি খাতে ৬ হাজার ৬ কোটি টাকা, যা মোট এডিপি বরাদ্দের ৩ দশমিক ৯২ শতাংশ। নতুন অর্থবছরে এডিপিতে সব মিলিয়ে প্রকল্প সংখ্যা দাঁড়াচ্ছে ১ হাজার ৩১১টি। এর মধ্যে বরাদ্দসহ মোট প্রকল্প সংখ্যা হচ্ছে ১ হাজার ১৯৫টি। এর মধ্যে বিনিয়োগ প্রকল্প ১ হাজার ৭৯টি, কারিগরি সহায়তা প্রকল্প ১১২টি এবং জাপানি ঋণ মওকুফ সহায়তা (জেডিসিএফ) অর্থায়িত প্রকল্প রয়েছে ৪টি। এছাড়া আগামী অর্থবছরে একেবারেই নতুন অনুমোদিত প্রকল্প হচ্ছে ৯০টি। এর মধ্যে বিনিয়োগ প্রকল্প ৭৭টি, কারিগরি সহায়তা প্রকল্প ১২টি এবং জেডিসিএফ একটি। অন্যদিকে বৈদেশিক সহায়তা পাওয়ার জন্য ৩৬০টি প্রকল্পের তালিকা যুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপে (পিপিপি) বাস্তবায়নের জন্য ৩৬টি প্রকল্প যুক্ত করা হয়েছে এডিপিতে। অন্যদিকে মন্ত্রণালয় ও বিভাগভিত্তিক বরাদ্দের ক্ষেত্রে দেখা যায়, সর্বোচ্চ বরাদ্দ দেয়া হচ্ছে, স্থানীয় সরকার বিভাগে ২১ হাজার ৪৬৪ কোটি ৫৫ লাখ টাকা, বিদ্যুৎ বিভাগে ১৮ হাজার ৮৪৫ কোটি ২৭ লাখ টাকা, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে ১৬ হাজার ৮২০ কোটি ২৮ লাখ টাকা।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....
তারিখ.....
স্বাক্ষর